

নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রশ্ন এবং তাঁর উত্তরসমূহ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ হাফেয বিন আহমাদ আল-হাকামী (রহঃ)

(৫১) তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ সিফাত কাকে বলে?

তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ সিফাতের অর্থ হল, আল্লাহ নিজেকে যে সমস্ত নামে নামকরণ করেছেন এবং তাঁর কিতাবে নিজেকে যে সমস্ত গুণে গুণাঙ্কিত করেছেন ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে যে সমস্ত সুন্দর নামে এবং সুউচ্চ গুণে গুণাঙ্কিত করেছেন, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা। তার ধরণ বর্ণনা করা ব্যতীত যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবেই আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের অনেক স্থানে কোন প্রকার ধরণ বর্ণনা করা ব্যতীত স্বীয় গুণাবলী উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না”।

(সূরা তোহাঃ ১১০) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” (সূরা শূরাঃ ১১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

“তাকে তো কারও দৃষ্টি পরিবেষ্টন করতে পারে না। আর তিনি সকল দৃষ্টি পরিবেষ্টনকারী। তিনি অতি সুস্পন্দর্শী, সুবিস্তৃত”। (সূরা আন-আমঃ ১০৩) তিরমিযী শরীফে উবাই বিন কা'বা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললঃ আমাদের সামনে আপনার রবের বংশ পরিচয় বর্ণনা করুন। তখন আল্লাহ তা'আলা এই সূরাটি নাযিল করেনঃ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)

“বলুনঃ তিনি আল্লাহ একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই”। ‘সামাদ’ হচ্ছে যিনি কাউকে জন্ম দেন নি বা যাকে কেউ জন্ম দেয়নি। কারণ জন্মগ্রহণকারী সকল বস্তুই মরণশীল। আর মরণশীল প্রতিটি বস্তুই উত্তরাধিকারী রেখে যায়। আর আল্লাহ তা'আলা মরণশীল নন, তিনি কাউকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণকারী নন। ‘আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই’ অর্থাৎ কেউ তাঁর সমকক্ষ, সমান মর্যাদা সম্পন্ন এবং কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।